যুগান্তর

তারিখ : 11 JUN 2012
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

শাবি শিক্ষকদের মধ্যে বিভক্তি অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

সিলেট ব্যুরো

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে নতুন করে বিভক্তি দেখা দিয়েছে। প্রশাসনে অনিয়ম-স্বেচ্ছাচারিতা-দলীয়করণ-স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ক্রমেই ফুঁসে উঠছেন। প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন তারা। শিক্ষকরা বিভক্তি হলেও ভিসির নানা সিদ্ধান্তের বিপরীতে একাট্টা শিক্ষকরা। রোববার শিক্ষকরা এক জোট হয়ে [illegible] কর্মবিরতি অনির্দিষ্টকালের জন্য চলবে বলে তারা জানান। শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে ১ মে থেকে বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষকরা পাল্টাপাল্টি আন্দোলন করেন। তবে ৩ মে শিক্ষকদের একটি পক্ষকে খুশি করতে জরুরি সিন্ডিকেট সভা ডেকে তড়িঘড়ি করে এক মাসের জন্য নামমাত্র অস্থায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করেন ভিসি। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও ওই নীতিমালার কোন সুরাহা হয়নি। ওই সময় এই পক্ষপাতমূলক নীতিমালা বাতিল না করায় ফলিত বিজ্ঞান অনুষদের তিন বিভাগীয় প্রধানের পদত্যাগ এবং সব বিভাগে তালা ঝুলিয়ে ক্লাস বর্জন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা। এ পর্যায়ে শিক্ষকরা আলটিমেটাম দিলে ভিসি শিক্ষক সমিতি এবং ছয়টি অনুষদের ডিনকে একটি স্থায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেন। শিক্ষক সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। বৃহস্পতিবার ১৭১তম সিন্ডিকেট বৈঠকে ভিসি ওই প্রণীত নীতিমালা বাতিল করে নতুন নীতিমালা প্রণয়নে ১৫ দিনের সময় দেন। আন্দোলনরত শিক্ষকরা জানান, এর আগেও ভিসি ২০১০ সালে শিক্ষক সমিতির প্রণীত নীতিমালা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাতিল করেন।

তারা জানান, যখনই শিক্ষকদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয় তখনই ভিসি নানা কূটকৌশল করে অনৈক্য তৈরি করেন। অনৈক্যের জের ধরে গত বৃহস্পতিবার ফলিত বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকদের মধ্যে হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে। এর জন্যও শিক্ষকরা ভিসিকে দায়ী করেছেন। ভিসি নিজের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতেই শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবিকে ছল-চাতুরির মাধ্যমে দমিয়ে রেখেছেন। পাশাপাশি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে শিক্ষকদের মধ্যে 'ভিসিপন্থী' গ্রুপ তৈরি করেছেন। সঠিক নীতিমালা না করে শিক্ষকদের মেধা ও যোগ্যতাকে তিনি অবমূল্যায়ন করেছেন। এদিকে আসন্ন সিন্ডিকেট নির্বাচনকে ঘিরে প্রগতিশীল শিক্ষকরা পাঁচটি গ্রুপ, উপ-গ্রুপে বিভক্তি হয়ে পড়েছেন। গ্রুপগুলো হচ্ছে- ভিসিপন্থী গ্রুপ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বামপন্থী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ পরিষদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তচর্চায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষক পরিষদ। ভিসি অধ্যাপক ড. মোঃ সালেহ উদ্দিন এসব অভিযোগ অস্বীকার করে তার নিজস্ব কোন গ্রুপ নেই বলে দাবি করেছেন।